রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৪২, এম এম আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

নিষেধাদেশ নং ঃ ০৭ /২০২১, তারিখ ঃ ১৫/০২/২০২১ প্রেরণের তারিখ ঃ ১৫/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ঃ এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান।

পদবী ঃ কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

মূল আদেশ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে তা আদেশ জারীর ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপীল আবেদনের উপর টাকা ২০০/- (দুই শত) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করে দিতে হবে।

ক) The Court Fees Act, 1870 এর ১নং তফশীলের ৬ নং দফা অনুযায়ী টাকা ২০/-(বিশ) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি যুক্ত এ আদেশের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি ; এবং
খ) আপীল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি।

৪। আপীল আবেদনের একটি অনুলিপি অবশ্যই কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৪২, এম, এম, আলী রোড, লালখাঁন বাজার, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। The Customs Act,1969 এর Section-194 এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২২ এর প্রতি আপীলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপীল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি অবশ্যই আইনের ধারা মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে।

৬। লিখিত আপীল ছাড়াও আপীলকারী স্বয়ং অথবা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে আপীল আবেদনে তা সুস্পষ্টভাবে উলেখ করতে হবে।

৭। ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ **মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ**
প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা চট্টগ্রাম।

খ) অনিয়ম এর বিবরণ ঃ অবৈধ অপসারণের অভিযোগ।

মামলার প্রেক্ষাপট

৮। **মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ,** প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা চট্টগ্রাম (বন্ড লাইসেন্স নং- ৭৬/৯৪, তারিখ ১৭/১২/১৯৯৪) নামক প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকায় ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থবছর হতে ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্যন্ত সরকারি দায় দেনা নির্ধারণ কল্পে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অডিট করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়। অডিট টিম ২৪.১১.২০০৫ তারিখে অডিট রিপোর্ট ও ২২.১২.২০০৫ তারিখে সংশোধিত অডিট রিপোর্ট দাখিল করেন। অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ কর্তৃক ৯৩টি চালানের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করে মাত্র ১০টি চালানের পণ্য সম্পূর্ণ রপ্তানি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন সময়ে বিবিধ মেশিনারীজ ও এর কাঁচামাল ৯৩টি বি/ই এর মাধ্যমে আমদানি করেন। নিম্নে মেশিনারীজ ও কাঁচামাল আমদানির টাকার পরিমাণ ও রপ্তানির মূল্য এবং অরপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য দেওয়া হলোঃ

(ক) মোট আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য	= ১৪,৬০,৪৫,৯০১.২৩
(খ) মোট রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য	= ১,৬১,৮৪,৬০৬.৩৬
(গ) মোট অরপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য	= ১৩,৩৫,৯৬,২০৪.০৩

৯। সরকারি পাওনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইনভয়েস এর আলোকে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সনের মধ্যে জারীকৃত এসআরওসমূহ প্রথম তফশীল (First Shedule) কে অনুসরণ করে তৎকালীন সময়ের প্রযোজ্য শুল্ক হার অনুযায়ী শুল্ক করাদি নির্ধারণ করা হয়। সে হিসেবে শুল্ক করের পরিমাণ **১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১(তের কোটি সতের লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত চার দশমিক তিন এক টাকা মাত্র)** টাকা। নিম্নে শুল্ক ও করাদির পরিমাণ আলাদাভাবে দেওয়া হলো।

(ক) আমদানি শুল্ক	= ৯,৬০,৪৪,২০৮.৯০
(খ) সম্পূরক শুল্ক	= প্রযোজ্য নয়।
(গ) মূসক	= ৩,৪৪,৪৭,২২১.৩৩
(ঘ) উন্নয়ন সারচার্জ	= ২৪৬১.৬১
(ঙ) অগ্রিম আয়কর	= ৩৩,৪০,৫৫২.৪০
(চ) লাইসেন্স ফি	= ৩৩,৪০,০৬০.০৭
	মোট = ১৩,৭১,৭৪,৫০৪.৩১

১০। ৮৩টি চালানের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করার প্রমাণ না পাওয়ায় এই ৮৩টি চালানভুক্ত কাঁচামাল অবৈধ অপসারণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়,যা The Customs Act, 1969 এর Section 21, 32, 86, 97, 98, 102, 104, 111 এর সুস্পষ্ট লংঘন যা একই আইনের ধারা ১৫৬(১) এর উপধারা ১১, ১৪, ৫১ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও The Customs (Export Processing Zones) Rules 1984 এর বিধান-৯ অনুযায়ীও দন্ডনীয় অপরাধ। ফলে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক উক্ত পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি হলে রাষ্ট্রের যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতো সে পরিমাণ রাজস্ব হতে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অবৈধভাবে অপসারণকৃত কাঁচামালের উপর বাণিজ্যিক হারে/স্বাভাবিক হারে শুল্ক করাদি আদায়যোগ্য। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত কাঁচামাল অবৈধভাবে অপসারণপূর্বক স্থানীয় বাজারে উক্ত কাঁচামাল বিক্রয় করে শুল্ক করাদি বাবদ ১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১ (তের কোটি সতের লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত চার দশমিক তিন এক টাকা মাত্র) টাকা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব ক্ষতি করেছেন।

কারণ দর্শানো নোটিশ জারী ও জবাব প্রদান ঃ

মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ এর উক্তরূপ কর্মকান্ড The Customs Act, 1969 এর Section 21, 32, 86, 97, 98, 102, 104, 111 এর সুস্পষ্ট লংঘন যা ১৫৬(১) এর উপধারা ১১, ১৪, ৫১ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য এবং একই আইনের Section 13(3)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ড লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হওয়ায় পত্র নথি নং-সিইপিজেড/কাপা-৩৪/বন্ড রেজিঃ/৯৪/৯৩৩, তারিখ-১০.০৯.২০০৬ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ২৮.০৬.২০০৭ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত মালামাল রপ্তানি করা হয় যা বেপজা কর্তৃপক্ষের নিকট গচ্ছিত আছে মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লেখ করেন এবং কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লিখিত আইনের ধারাসমূহের অধীনে তারা কোন অপরাধ না করায় কারণ দর্শানো নোটিশে দাবীকৃত **১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১/-** টাকা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন।

শুনানী গ্রহণঃ

১১। **মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ**, চট্টগ্রামের অনুকূলে এ দপ্তর হতে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশে ১০.১০.২০০৬ তারিখে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে ব্যাক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শারীরিক অসুস্থতার কারনে উক্ত তারিখ ও সময়ে শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার অপরাগতা প্রকাশ করে শুনানীর তারিখ দু'মাস পিছিয়ে পুনঃ নির্ধারণ করার জন্য ১০.১০.২০০৬ তারিখে আবেদন করেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা করে ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ০২.০১.২০০৭ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার পুনঃ নির্ধারণ করে ১৩.১০.২০০৬ তারিখে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বারবার শুনানীর সময় বৃদ্ধির জন্য এ দপ্তরে আবেদন করায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৮.০১.২০০৭, ০৮.০২.২০০৭, ০৮.০৪.২০০৭, ০৯.০৫.২০০৭, ২৭.০৬.২০০৭ তারিখে শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিগত ০৮.০৮.২০০৭ তারিখে শুনানীর সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সরকারি রাজস্ব পরিশোধের জন্য পত্র দেয়া হয়। প্রেরিত পত্রসমূহ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকার কারণে উক্ত বিভাগ হতে ফেরত আসে। তারপরও বিগত ২৩.০৩.২০১৫ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়। উক্ত তারিখ ও সময়ে শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কেউই শুনানীতে উপস্থিত না হওয়ায় ১৩.০৪.২০১৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় শুনানীর তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত তারিখেও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কেউই শুনানীতে উপস্থিত হননি। এরপর ০৩.১০.২০১৬,২৬.১১.২০১৬,০১.০১.২০১৭ এবং ২৭.০১.২০২১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। সর্বশেষ ১০.০২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে শুনানীর সময় নির্ধারণ করে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত সময়েও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কেউই শুনানীতে উপস্থিত হননি। উল্লেখ্য যে, বারবার শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান বরাবরে পত্র প্রেরণ করাসহ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হলেও প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় ও প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সঠিক ঠিকানা ও তাদের অবস্থান জানার জন্য সর্বাত্নক চেষ্টা করেও তাদের সঠিক ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনাঃ

১২। নথি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ**, প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, **চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা চট্টগ্রাম (বন্ড লাইসেন্স নং- ৭৬/৯৪, তারিখ ১৭/১২/১৯৯৪)** নামক প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থবছর হতে ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্যন্ত সরকারী দায় দেনা নির্ধারণ কল্পে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অডিট করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অডিট টিম ২৪.১১.২০০৫ তারিখে অডিট রিপোর্ট ও ২২.১২.২০০৫ তারিখে সংশোধিত অডিট রিপোর্ট দাখিল করেন। অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ, ৯৩টি** চালানের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করে মাত্র ১০টি চালানের পণ্য সম্পূর্ণ রপ্তানি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৮৩টি চালানের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করার প্রমাণ না পাওয়ায় এই ৮৩টি চালানভুক্ত কাঁচামাল অবৈধ অপসারণ করা হয়েছে, যা The Customs Act, 1969 এর Section 21, 32, 86, 97, 98, 102, 104, 111 এর সুস্পষ্ট লংঘন, যা একই আইনের ধারা ১৫৬(১) এর উপধারা ১১, ১৪, ৫১ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং The Customs (Export Processing Zones) Rules 1984 এর বিধান-৯ অনুযায়ীও দন্ডনীয় অপরাধ। ফলে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক উক্ত পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি হলে রাষ্ট্রের যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতো সে পরিমাণ রাজস্ব হতে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অবৈধভাবে অপসারণকৃত কাঁচামালের উপর বাণিজ্যিক হারে/স্বাভাবিক হারে শুল্ক করাদি আদায়যোগ্য। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত কাঁচামাল অবৈধভাবে অপসারণপূর্বক স্থানীয় বাজারে উক্ত কাঁচামাল বিক্রয় করে শুল্ক করাদি বাবদ ১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১ **(তের কোটি সতের লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত চার দশমিক তিন এক টাকা মাত্র)** টাকা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব ক্ষতি করেছেন। মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ, প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, চট্টগ্রাম এর উক্তরূপ কর্মকান্ড The Customs Act, 1969 এর Section 21, 32, 86, 97, 98, 102, 104, 111 এর সুস্পষ্ট লংঘন যা ১৫৬(১) এর উপধারা ১১, ১৪, ৫১ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য এবং একই আইনের Section 13(3)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ড লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হওয়ায় পত্র নথি নং

সিইপিজেড/কাস-৩৪/বন্ডঃ রেজিঃ/৯৪/৯৩৩, তারিখ-১০.০৯.২০০৬ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ২৮.০৬.২০০৭ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত মালামাল রপ্তানি করা হয়, যা বেপজা কর্তৃপক্ষের নিকট গচ্ছিত আছে মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লেখ করেন এবং কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লিখিত আইনের ধারাসমূহের অধীনে তারা কোন অপরাধ না করায় কারণ দর্শানো নোটিশে দাবীকৃত ১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১ টাকা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন। তবে তর্কিত ৮৩টি চালানের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির সমর্থনে তারা পিআরসিহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন।

আদেশ ঃ

১৩। মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ, প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৯৯৪-১৯৯৫ হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর পর্যন্ত বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত মেশিনারীজ ও কাঁচামালের উপর অপরিশোধিত শুল্ক করাদি বাবদ ১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১ টাকা পরিশোধের জন্য বারবার পত্র দেয়া হলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সরকারি রাজস্ব পরিশোধ হতে বিরত থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনিয়ম মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে ১২(বার) দফা শুনানীর সুযোগ দেয়া হলেও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কেউই শুনানীতে উপস্থিত হননি। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একাধিকবার শুনানীর সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ হতে কেউই শুনানীতে উপস্থিত হননি। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক এবং এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তারা প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় The Customs Act, 1969 এর Section 156(1) এর Clause-11 অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপর ১০,০০,০০,০০০ (দশ কোটি) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। একই সঙ্গে The Customs Act, 1969 এর Section 111 অনুযায়ী শুল্ক করাদি বাবদ **১৩,১৭,৭৪,৫০৪.৩১ (তের কোটি সতের লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত চার দশমিক তিন এক টাকা মাত্র)** টাকার দাবীনামা চূড়ান্ত করা হলো। একই আইনের Section 104 অনুযায়ী ১০.০২.২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় সুদের পরিমাণ ১৭,২২,৩৪,০৫৫.৩৪(সতের কোটি বাইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পঞ্চান্ন টাকা চৌত্রিশ পয়সা) টাকা ধার্য করা হলো। শুল্ক করাদি, অর্থদন্ড ও সুদের পরিমাণসহ সর্বমোট ৪০,৪০,০৮,৫৫৯.৬৫ (চল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ আট হাজার পাঁচশত উনষাট দশমিক পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা এই আদেশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে ট্রেজারী চালানের মূলকপি এই দপ্তরে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

(এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান)
কমিশনার(চঃ দাঃ)
ফোন-০৩১-২৮৬৩২৫৩
ই-মেইলঃ cbcctg@yahoo.com

প্রাপকঃ
১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ,
প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম
(বর্তমান ঠিকানাঃ মরিয়ম ভিলা,১০২৯/১১৬৩,
জাকির হোসেন রোড,পূর্ব নাসিরাবাদ,চট্টগ্রাম(নাসিরাবাদ গার্লস স্কুলের সংলগ্ন)
২) জনাব এম এ সালাম, পরিচালক
মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ,
প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম
(বর্তমান ঠিকানাঃ ১১৭,উত্তর নালাপাড়া,চট্টগ্রাম)।
৩) জনাব মোঃ সাহিক খান, পরিচালক,
মেসার্স প্যারাগন লেদার এন্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাঃ লিঃ
প্লট নং-৩৭-৩৮, সেক্টর-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম
(বর্তমান ঠিকানাঃ ৬২,আর কে মিশন রোড,ঢাকা)।

নথি নং- সিইপিজেড/কাস-৩৪/বন্ড রেজিঃ/৯৪/৫৬৯ তারিখ- ১৫/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২। দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সহকারী কমিশনার (সিইপিজেড) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৪। জেনারেল ম্যানেজার (বেপজা) সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।
৫। সহকারী প্রোগামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৬। পিএ টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৭। অফিস কপি।

১৫/০২/২০২১
(সন্তোষ সরেন)
সহকারী কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে